হরু নিরক্ষর

স্থান একটি পল্লীগ্রাম। গ্রামের মুকুটমণি বিলাসবাবুর বাড়ি। রাজনীতি ক্ষেত্রে, বাণিজ্যের জগতে তাঁহার বিরাট নাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. উপাধিও আছে তাঁহার। দোর্দণ্ড প্রতাপ ব্যক্তি। সেদিন তাঁহার বাড়িতে অনেক বন্ধু-বান্ধব আসিয়াছেন। একটি ঘরে খিল দিয়া আড্ডা জমাইয়াছেন তাঁহারা। একটি সুকণ্ঠী যুবতী রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিতেছেন। মদ চলিতেছে।

বাহিরের ঘরে ইলেকট্রিক বেল বাজিয়া উঠিল। দারোয়ান কপাট খুলিয়া দেখিল —হরু গোয়ালা আসিয়াছে।

"আজ বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না।"

"বাবু কিন্তু আজ আমাকে আসতে বলেছিলেন।"

"আজ দেখা হবে না।"

হরু চলিয়া গেল।

হরুর বউ উৎসুক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

"টাকা পেলে ?"

"না আজ দেখা হ'ল না।"

"তিন মাসের দুধের দাম বাকি। আমাদের চলবে কি করে ?"

হরু চুপ করিয়া রহিল।

হরুর বউ বলিল—"কাল থেকে দুধ বন্ধ করে দেব।"

হরু মৃদু হাসিয়া বলিল—"পাগল। তা কি হয়। বাড়িতে তিনটে শিশু। তারা খাবে কি। কারো মায়ের বুকে দুধ নেই—"

"আমাদের টাকা না দিলে চলবে কি করে—"

"দেবে, দেবে, টাকা দেবে। ব্যস্ত হও কেন—" হরু হাসি মুখে স্ত্রীর দিকে চাহিল।

হরু নিরক্ষর।